সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : পরিচয় ছাড়লেন কেন?

নিরঞ্জন হালদার

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিত এবং সম্মানিত। ১৩৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে (জুলাই, ১৯৩১) প্রথম প্রকাশিত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর সম্পাদনায় পরিচয়ের শেষ সংখ্যা বেরিয়েছিল ১৩৫০ সালের আষাঢ় মাসে জুলাই, ১৯৪৩)। 'পরিচয়' বের করার আগে তিনি সাংবাদিক হিসাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন দৈনিক 'ফরওআর্ড' পত্রিকায়। ১৯২৮-২৯ সালে ঐ পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগের অবৈতনিক কর্মী ছিলেন। তার আগে নবপর্যায়ে প্রকাশিত সবুজপত্রের সঙ্গে ১৩৩২ সাল থেকে যুক্ত ছিলেন। 'পরিচয়' পত্রিকার পর তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত 'মার্কসিয়ান ওয়ে' পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে দু বছর যুক্ত ছিলেন (১৯৪৫ সালের জুলাই - সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৬ - ৪৭ সালের এপ্রিল - জুন পর্যন্ত)। এই পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার আগেই তিনি 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় সহ - সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবসানের পর। স্টেটসম্যান থেকে পদত্যাগ করেন ১৯৪৮ সালের ২২ আগস্ট। 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদনা এবং স্টেটসম্যানে চাকরি শেষ পর্যন্ত সুখের ছিল না, দুটি পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়। এছাড়া, এম. এন. রায়ের 'স্মৃতিকথা' সম্পাদনায় তাঁর সম্পাদকীয় কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। Oxford Book of Bengali Verse-এর জন্য রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী কবিদের কবিতা বাছাই করেছিলেন, যদিও বইটি শেষ পর্যন্ত ছাপা হয়নি। এই প্রবন্ধে বই- সম্পাদনার ব্যাপারটি আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে।

সুধীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে এম. এ. পড়া ছেড়ে দেন এবং বাবার মতের বিরুদ্ধে গিয়ে আইন ও এটর্নিশিপ পরীক্ষা দেন নি। এখন মনে হয়, বাংলা কবিতা ও সাহিত্যকে সর্বসময়ের নেশা করার জন্য অর্থকরী পেশার শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন নি। পৈতৃক বন্ধুত্বের সূত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন এবং জোড়াসাঁকোতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করতেন, বিতর্ক সূত্রেই তিনি ১৯২৮ সালে 'কুক্কুট' নামে কবিতা লেখেন এবং নিজের কিছু কবিতা রবীন্দ্রনাথকে দেখতে দেন। তিনদিন শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে সুধীন্দ্রনাথ ২৭শে আষাঢ় ১৩৩৫ (১৯২৮) রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি দেন, সেই চিঠিকে অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন, ''এটা যেন প্রিয় শিষ্যের স্বাধীনতা ঘোষণা। বলা যেতে পারে, সুধীন্দ্রনাথের নন-কনফরমিস্ট মেনিফেস্টো।'' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ এপ্রিল, ১৯৭৮)। তিনি ঐ চিঠিতে লেখেন, ''আমার মনে হয় কাব্যের প্রধান অঙ্গ lyricism নয়, intellectualism এবং এতেই বিভিন্ন মনের আত্মকীয়তার প্রকাশ। কাব্যে intellectualism আনতে হলে প্রাধান্য দিতে হবে চিন্তাকে।'' ইত্যাদি। এই চিঠি পড়ে মনে হয়, তিনি বাংলায় কবিতায় স্বতন্ত্র ধারা আনতে দৃঢ় সংকল্প। যাইহোক, ১৯২৯ সালে সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেন। একা ইউরোপে গিয়ে জার্মানীতে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে দেশে ফেরেন। দেশে ফেরার আগে প্যারিসে অবস্থানকালে তিনি এত বেশী বই ও পত্রিকা কেনেন যে, তাঁকে তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে হয়। দেশে ফিরেই প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তন্বী' প্রকাশে উদ্যোগী হন, ১৯৩০ সালে তন্বী প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি, ফারসি, জার্মান সাহিত্য ও ইউরোপিয় দর্শন, ইতিহাস, প্রাচীন সাহিত্য, সমকালীন বিজ্ঞান চর্চা সম্বন্ধে সুধীন্দ্রনাথের মতো সুপণ্ডিত আর কেউ ছিলেন না। শনিবারের চিঠির কুৎসার জবাব হিসাবে স্থির করেন যে, ''একটি পত্রিকা তিনি স্বয়ং প্রকাশ করবেন।'' পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে তিনি গিরিজাপতি ভট্টাচার্যের সাহায্য চান। গিরিজাপতি নিয়ে আসেন ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও ডঃ সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে এবং নীরেন রায়কে। নীরেন রায় পত্রিকার জন্য নিয়ে আসেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হিরণকুমার সান্যাল, বিষ্ণু দে, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী এবং পরে সুশোভন সরকার এবং হীরেন মুখোপাধ্যায়কে। এখানে বলে রখা ভাল, নীরেন রায় যাঁদের পরিচয় পত্রিকায় নিয়ে আসেন তাঁরা সকলেই কম্যুনিস্ট, তিনি অকম্যুনিস্ট কাউকে আনেন নি। সুধীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সাহেদ সুরহবর্দী, অপূর্ব চন্দ্র, অন্নদাশঙ্কর, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতিও নতুন পত্রিকা বের করতে উৎসাহ দেন। কিন্তু টাকা আসবে কোথা থেকে? হরীন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, (দাদা) ''আমাকে জানালেন, সব আয়োজন ঠিক হয়েছে, তুমি কিছু টাকা যোগাড় করে দাও। সবিশেষ উৎসাহ বোধ করলুম। তাছাড়া দাদা বলেছেন। অন্য চিন্তা না করে নিজের যা ছিল, তা থেকে আড়াইশো টাকা দিলুম। ৫০ জন গ্রাহক করে অগ্রিম দুশো টাকা দাদাকে দিলুম। বাবার কাছে চাইতে উনিও দুশো টাকা দিলেন। দাদার কাছেও কিছু টাকা ছিল। সব মিলিয়ে আশা হল যে, ভদ্রভাবে একটা পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হবে।'' (হরীন্দ্রনাথ দত্ত: পরিবার, সুধীন্দ্রনাথ ও পরিচয় -এর প্রকাশ। নিরঞ্জন হালদার সম্পাদিত সুধীন্দ্রনাথ। পৃঃ ২১১) ত্রৈমাসিক পরিচয়ের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে শ্রাবণ মাসে (জুলাই -আগস্ট, ১৯৩১)। প্রথম সংখ্যাই হৈ চৈ সৃষ্টি করে। কালি - কলম, কল্লোল, সবুজপত্র বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কল্লোল ও সবুজপত্রের লেখকেরা এখানে ভিড় করেন। সুধীন্দ্রনাথের 'কাব্যের মুক্তি', সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 'বিজ্ঞানের সঙ্কট', হেমেন্দ্রলাল রায়ের 'হিন্দুস্থানী বাংলা গান', +ঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর 'বৌদ্ধধর্মের দান,', সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'শিল্পীর ব্যথা', হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ', সুশোভন সরকারের 'রুশবিপ্লবের পটভূমিকা', ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গল্প, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ছাড়া আটজন সমালোচক সমালোচনা করেন ২৩টি বইয়ের। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত নিজেই সমালোচনা

করেছেন আটটি ফরাসি বইয়ের, ধূর্জটিপ্রসাদ চারটি এবং নীরেন রায় চারটি বইয়ের। পরিচয়ের প্রথম সংখ্যা নানা ধরণের পাঠককে তৃপ্ত করেন। প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের কোনো লেখা ছাপা হয়নি। দ্বিতীয় সংখ্যায় ছাপা হয় রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ, একটি কবিতা এবং একটি পুস্তক - সমালোচনা। তৃতীয় সংখ্যাতে ছাপা হয় রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ ও একটি কবিতা, চতুর্থ সংখ্যায় থাকে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ ও তিনটি কবিতা। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ২১টি কবিতা, দুটি পুস্তক - সমালোচনা, ১৩টি প্রবন্ধ এবং ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে লিখিত একটি প্রবন্ধে নয়টি সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। পরিচয় সম্পাদনার সময়ে প্রকাশিত হয় সুধীন্দ্রনাথের 'ক্রন্দসী', 'উত্তরফাল্গুনী' ও 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যগ্রন্থ এবং প্রবন্ধ সংকলন 'স্বগত'। 'পরিচয়' বাঙালি পাঠকদের ইউরোপীয় সাহিত্যের সমকালীন ধারার সঙ্গে পরিচিত করিয়েছে। এলিয়ট, অডেন, ইয়েটস, এডিথ - সিটওয়েল, রবার্ট ব্রিজেস, বোদলেয়ার হাইনে, রিলকে, ভার্জিনিয়া উলফ, ফকনার, মালার্মের উপর সুধীন্দ্রনাথ দত্তের আলোচনা বাঙালি কবি - লেখকদের নতুন জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। বাঙালি কবি - লেখকদের মননে ঐ কবিদের প্রভাব এখনও ক্রিয়াশীল। পরিচয় - পত্রিকার সাপ্তাহিক আড্ডায় বুদ্ধদেব বসু একদিন অন্নদাশঙ্কর রায়ের হাতে পোয়েট্রি ম্যাগাজিন দেখেন এবং তারপর বাংলা একটি কবিতা পত্রিকা প্রকাশের স্বপ্ন দেখেন। চার বছর পরে বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় বের হয় কবিতা পত্রিকা, ১৩৪২ সালে। পরিচয় পত্রিকা প্রকাশের পরের বছর অর্থাৎ ১৩৩৯ সালে কুমিল্লা শহরে থেকে প্রকাশিত হয় সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পূর্বাশা'। পরিচয় পত্রিকায় একমাত্র কম্যুনিস্ট - ধর্মী রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের উদ্যোগে অধ্যাপক কবির ও বুদ্ধদেব বসুর যুগ্ম-সম্পাদনায় ১৩৪৫ সালের আশ্বিনে প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক চতুরঙ্গ পত্রিকা।

অন্নদাশঙ্কর রায় ফারসী 'নুভেল রেভু ফ্রুঁসেস' -এর আদলে পরিচয় পত্রিকা প্রকাশের জন্য সুধীন্দ্র দত্তকে অনুরোধ করেছিলেন। ওটা হবে ম্যাগাজিন নয়, একটা রিভিয়ু। জবাবে সুধীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, এত বড় আদর্শ কাজে পরিণত করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। (অন্নদাশঙ্কর রায় : আমার পাশের মানুষ)। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত সিলেকশনস্ ফ্রম নুভেল রেভু ফ্রেঁসেস বইটির ইংরেজি অনুবাদ পড়ে জানা যায় পত্রিকাটি ফরাসী সাহিত্য আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল, কেবল 'রিভিয়ু' পত্রিকা ছিল না। যাইহোক, সুধীন্দ্রনাথের দ্বিধা সত্ত্বেও পরিচয় পত্রিকা প্রথম সংখ্যা থেকে ঐ ফরাসি পত্রিকাকে অনুসরণ করেছে। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় ৮ জন সমালোচনা করেছেন ২৩টি বইয়ের। দ্বিতীয় সংখ্যায় ১২ জন সমালোচনা করেছেন ২২টি বইয়ের। মণীন্দ্রলাল বসু এবং ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী দুটি ফরাসি বইয়ের সমালোচক। সুধীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন এডিথ সিটওয়েল ও রবার্ট ফ্রস্টের দুটি কবিতার বই এবং তিনটি ইংরেজি উপন্যাসের। ধূর্জটি প্রসাদ সমালোচনা করেছেন ৭টি ইংরেজি বইয়ের। এই সংখ্যায় প্রবন্ধের আকারে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ চিঠি ছাড়া জগদীশচন্দ্র গুপ্তের 'লঘু - গুরু' বইটির সমালোচকও তিনি। প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় ১১ জন ২৩টি বইয়ের সমালোচনা করেছেন। নীরেন্দ্রনাথ রায় ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত পোল ভালেরির একটি কাব্যগ্রন্থ ও ভালেরির উপর আলোচনা ছাড়া দুটি বাংলা বইয়েরও সমালোচনা করেন। বুদ্ধদেব বসু চারটি ইংরেজি সাহিত্যের বই এবং ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি বই নিয়ে আলোচনা করেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত দুটি ইংরেজি উপন্যাস এবং শেলীর বাংলা জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন।

পরিচয় পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ সালে, ছাপা হত মাত্র ৫০০ কপি। প্রায় ৮০ বছর আগেকার পত্রিকার পুরোনো সংখ্যাগুলি দেখার সুযোগ খুবই কম। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের স্ত্রী রাজেশ্বরী দত্ত তাঁর যাবতীয় বই, পত্র - পত্রিকা এবং কাগজপত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করে গিয়েছেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির 'রেয়ারবুক' সেকশানে সুধীন্দ্রনাথের দান - করা বই ও পত্রপত্রিকার তালিকা ৩০ বছরে তৈরি হয়নি। রাজেশ্বরী দত্ত ১১টি আলমারি ভর্তি বই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করলেও ২০০৪ সালে সাড়ে নয় আলমারি ভর্তি বই পাওয়া যায়। পরিচয় পত্রিকার বেশীর ভাগ কপি লাইব্রেরি থেকে পাওয়া, তাই প্রকাশিত লেখাগুলির মান কেমন ছিল তা তথ্যভিত্তিক আলোচনার কোনো সুযোগ ছিল না। সুধীন্দ্রনাথের তিনটি কাব্যগ্রন্থ, 'স্বগত' এবং 'কুলায় ও কালপুরুষ' প্রবন্ধ সংগ্রহ, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী ও চিঠিপত্র, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের 'পরিচয়ের আড্ডা' এবং পূর্বসূরীদের স্মৃতিচারণ পড়ে সকলেই বিশ্বাস করতেন, সুধীন্দ্রনাথ যখন সম্পাদক, তখন পত্রিকার অন্যান্য রচনার নাম নিশ্চয়ই উঁচু দরের ছিল। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে একদা আমিও লিখেছিলাম, ''সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' কেবল আধুনিক কবিতা এবং কাব্য ধারণাই প্রচার করেনি, একেবারে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শণ, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও ইতিহাস পর্যালোচনা করে অজস্র প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে।'' (নিরঞ্জন হালদার : সুধীন্দ্রনাথ। নিরঞ্জন হালদার সম্পাদিত সুধীন্দ্রনাথ, ১৯৭৫, পৃ ১৫১) পত্রিকার লেখকদের নাম দেখে আমারও মনে হয়েছিল অক্সফোর্ডে পড়েছেন, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান, পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আছে এমন ব্যক্তিদের সংগ্রহে বই 'ভবানী সেন স্মৃতি গ্রন্থাগারে' দান করেছেন। এই ব্যক্তিগত সংগ্রহে পরিচয় পত্রিকার অনেক পুরনো কবি মিলবে, পুরনো কপিগুলি পড়লে, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কে অতি উচ্চমানের রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। তাতে, রাজনীতি ও ইতিহাসের উপর লেখাগুলি তথ্যভিত্তিক তো নয়ই, বরং স্তালিন - মার্কা কম্যুনিজম প্রচারের মাধ্যম বলেই মনে হবে। পুস্তক - সমালোচনা সম্পর্কে এক পাঠক প্রশ্ন তুলেছিলেন, সমালোচিত বইতে কী আছে, তা সমালোচনা পড়ে জানার উপায় নেই। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকের সমালোচিত ফরাসি বইগুলি সম্পর্কে একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য ঐ সংখ্যায় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চারটি সমালোচনা সম্পর্কেও।

ডিউই বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক, তিনি এবং ড্রেজার সোভিয়েত রাশিয়ায় গিয়ে কী দেখেছেন, তা ঐ সমালোচনা পড়ে জানা যায় না। কিন্তু বিদগ্ধ সমালোচক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কী লিখেছিলেন? ''কার্ল মার্কস...তাদের দিন ঐ আগত বলে দিলেন, প্রোপাগাণ্ডা চলল খুব জোরেই, হয়তো সব লোক একটি মতের ছাঁচে ঢালাই হল। তাতে হয়তো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রইল না; কিন্তু সাধারণের উপকারে সেই অপকারটুকু ঢাকা পড়ল। আশা করার যায়, যখন সমস্ত দেশ আত্মস্থ হবে, তখন যে-শিক্ষা স্বাধীন চিন্তা শিখিয়েছে, তাদের দ্বারাই মনের বৈচিত্র্য পুনরভিষিক্ত হবে। যতদিন তা না হয়, ততদিন প্রোপাগাণ্ডার, একটি দলের একাধিপত্যের ও অধিনায়কত্বের প্রয়োজন রয়েছে, ততদিনে সে প্রয়োজনের মূল্য স্বার্থান্ধ ব্যক্তির মতবৈচিত্র্যের প্রয়োজনের মূল্য অপেক্ষা বেশী। রাশিয়া আজ জগতের তীর্থভূমি। তাই কবির রাশিয়ার চিঠি মস্ত এক কীর্তি।'' (পৃ ১২৬)। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার চিঠিতে জোর করে মত চাপানোর বিপজ্জনক প্রক্রিয়া সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদের এই লেখাকে কি উচ্চমানের বলা যায়? এই লেখা যাঁর কলম দিয়ে বের হয়, তাঁকে কি বিদগ্ধ পণ্ডিত হিসাবে সম্মান করা যায়? সুশোভন সরকারের লেখাতেই প্রকাশিত হবে—আড়ষ্ট শুদ্ধ বাংলায় লিখলাম 'রুশ বিপ্লবের পটভূমিকা'। চিঠি ছাড়া আগে কখনও বাংলায় লিখিনি। অবাক হলাম যখন শুনতে পেলাম লেখাটি মনোনীত হয়েছে।...'' (পরিচয়ের সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা)। সুশোভন সরকার বর্ণিত ইতিহাসে রুশ বিপ্লবের মাত্র একজন নায়কের নাম আছে, তিনি লেনিন। স্তালিনের বন্ধু এম. এন. রায় পর্যন্ত লিখেছেন রুশ - বিপ্লব হচ্ছে ট্রটস্কির মহানকীর্তি। কেরেনস্কি সরকারের নিকট থেকে ''ক্ষমতা দখলের পর প্রথম বিদেশমন্ত্রী পরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী। অসাধারণ বাগ্মী এই নেতা জারের সেনাবাহিনীর লোক নিয়ে লালফৌজ গড়ে তোলেন। গৃহযুদ্ধে জয়লাভের প্রথম কৃতিত্ব ট্রটস্কিও সেনাবাহিনীর প্রধান তুখাচেভস্কির। ট্রটস্কির পরেই দেশে ও বিদেশে সবচেয়ে পরিচিত ছিলেন জিনোভিয়েভ, বুখারিন, রাইকভ ও কামেনেভ'' (Leonardo Shapiro : Communist Party of the Soviet Union)। ঐ প্রথম সংখ্যাতেই সুধীন্দ্রনাথ লেখেন, ''ট্রটস্কির বিখ্যাত ঝগড়াটে স্বভাব (?), বিনা প্রমাণে সিদ্ধান্ত করার অভ্যাস, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা দোষ সত্ত্বেও মোটের উপর লেখাটা খুব সারগর্ভ। তাঁর মূল কথাটার সমর্থন না করে থাকা দুঃসাধ্য। তিনি বলেছেন, বিপ্লব নিয়ে খেলা চলে না; যে - বিদ্রোহ সময়গতিকে আপনার আদর্শকে বিসর্জন দিতে দ্বিধা করে না, তার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।'' সুধীন্দ্রনাথ ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে ইউরোপ থেকে দেশে ফেরেন। ইউরোপে থাকার সময়ে সব দেশের কাগজে পড়েছেন, স্থালিন কী ভাবে বলশেভিক নেতাদের সরিয়ে দিচ্ছে। স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ট্রটস্কিকে ১৯২৯ সালে তুরস্কের আশ্রয় নিতে হয়। সম্পাদক হিসাবে সুধীন্দ্রনাথ জানতেন, সুশোভন সরকারের প্রবন্ধটি তথ্যভিত্তিক নয়, রুশ - বিপ্লবের ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে। তবু তিনি প্রবন্ধটি ছাপানোর পর আপত্তি জানান নি। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের লেখায় জানা যায়, পরিচয় -এর শৈশবে সুধীন্দ্রনাথ অক্লান্ত পরিশ্রম যত্ন ও নিষ্ঠা সহকারে সম্পাদনার কাজ করতেন। নিজে সমস্ত লেখা কপি করে তবে ছাপাখানায় পাঠাতেন। প্রতিটি লেখা যত্ন সহকারে পড়া, বাছাই করা, সাজানো ইত্যাদি কাজে অবশ্য আড়াল থেকে নীরেন সাহায্য করতেন।'' (শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ : পরিচয় ও সুধীন্দ্রনাথ। ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : জীবন ও সাহিত্য। পৃ ৩)। সুধীন্দ্রনাথ মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী বলে সম্ভবত নীরেন্দ্রনাথ রায়ের তাগাদা - দিয়ে লেখানো প্রবন্ধ সম্পর্কে আপত্তি করেননি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যায় রুশ - বিপ্লবের একই বিকৃত ইতিহাস। চতুর্থ সংখ্যায় সুশোভন সরকারের প্রবন্ধ নেই কিন্তু সেই জায়গা পূরণ করেছে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা। দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় সুশোভন সরকারের প্রবন্ধ ছিল না, ছিল কম্যুনিস্ট মতবাদ প্রচারের তিনটি বইয়ের সমালোচনা। জার্মানিতে ফ্যাসিজম সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রমাণ 'সংবর্ত' কবিতার বেশ কিছু লাইন। শাহেদ সুরহবর্দী একদা মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি অধ্যাপক এবং মস্কো আর্ট থিয়েটারের অন্যতম পরিচালক ছিলেন, রুশ-বিপ্লবের পর রাশিয়া থেকে পালিয়ে জার্মানিতে আসেন। জার্মানিতে হিটলারের শাসন থেকে পালিয়ে ইতালি যান। ইতালিতে মুসোলিনীর ক্ষমতালাভের পর ভেরা স্পেনে পালিয়ে যান। সেখানে ফ্যাসিবাদের জয়লাভের পর শাহেদ সুরহবর্দীর ভেরা ১৯৪০ সালে ভারতে চলে আসেন। (Memoirs of Huseyn Shahid Sudrwordy. Edited by M.H.R. Talukdar p.6)। মস্কো ছাড়ার পর থেকে শাহেদের সঙ্গে ভেরার যোগাযোগ ছিল। সুরহবর্দী অভিন্নহৃদয় বন্ধু সুধীন দত্তকে সব কিছু জানাতেন। ইতিমধ্যে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর জার্মানিতে হিটলারের জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দেশে পিরে। ইতালির ফ্যাসিজম সম্পর্কে বাংলায় প্রথম বইটি লেখেন। আর জার্মানির নাৎসীবিাদ নিয়ে ঈইংরেজিতে লেখেন, Hitlarism or the Aryan Rule in Germany। আশা করা সঙ্গত হবে যে, পরিচয় পত্রিকায় জার্মানির ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে এই তিন জনের একজন লিখবেন, বিশেষ করে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইতালিয়ান থেকে বাংলায় অনুবাদ করা একটি কবিতা ইতিমধ্যে পরিচয় পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় 'জার্মানির দুরবস্থা' সম্পর্কে লিখলেন সুশোভন সরকার। ঐ সংখ্যাতে ট্রটস্কির লেখা 'রুশ-বিপ্লব' - এর সমালোচনা করেছেন স্থালিনবাদী ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যিনি ট্রটস্কির লেখা ফরাসিতে পড়েছেন সেই সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত নয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে নীরেন রায় যাঁদের পরিচয় পত্রিকায় নিয়ে এসেছেন, তাঁরা সকলেই কম্যুনিস্ট, সুধীন্দ্রনাথের কথায় তাঁরা 'স্বকীয় চিন্তায় বঞ্চিত'। নীরেন রায় পত্রিকাটিকে প্রথম থেকেই কম্যুনিস্ট পার্টির প্রচারের বাহন করতে চেয়েছিলেন এবং যেমন করেই হোক, সুধীন্দ্রনাথকে রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখা থেকে নিবৃত্ত করা হয়। প্রথম দিকে শুক্রবারের সাপ্তাহিক বৈঠকে লেখাগুলি পড়ার ব্যবস্থা ছিল, পরে সেটি আড্ডায় পরিণত হয়। লেখা ও পুস্তক -

সমালোচক নির্বাচন করা হত অন্যভাবে। আর পরিচয়ের সাপ্তাহিক বৈঠকে প্রথম দিকে সৃষ্টিশীল লেখক ছিলেন মাত্র কয়েকজন —সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, ইংরেজিতে কবিতা লেখা শাহেদ সুরহবর্দী, বুদ্ধদেব বসু এবং অন্নদাশঙ্কর রায়। সুধীন্দ্রনাথের অন্য বন্ধুরা পত্রিকাটিকে রাজনৈতিক প্রচারের বাহন করতে চাননি। শুক্রবারের সাপ্তাহিক বৈঠকে ধীরে ধীরে লোকসংখ্যা বাড়তে থাকে এবং সুধীন্দ্রনাথ ক্রমেই কোণঠাসা হতে থাকেন। বৈঠকের লোকদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুক্তমনে চিন্তার আদানপ্রদান করার মতো লোক ছিল না। তাই ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরে ম্যালকম মাগারিজ যখন স্টেটম্যানে চাকরি নিয়ে এলেন, মাগারিজ, শাহেদ সুরহবর্দী, সুধীন দত্ত, অপূর্ব চন্দ্র এবং তুলসী গোস্বামী সপ্তাহে একদিন অন্যত্র মিলিত হয়ে চিন্তার বিনিময় করতেন। অপরদিকে নীরেন রায় প্রমুখ লেখকেরা পরিচয় - বৈঠকে ও পত্রিকার লেখক হিসাবে কেবল কম্যুনিস্টদের নিয়ে আসতেন। পরিচয় - বৈঠকের অন্যান্যদের দলে টানবার জন্য তাঁদের প্রগতি লেখক - সংঘ এবং পরে ফ্যাসি - বিরোধী লেখক সংঘে মগজ ধোলাই করা হত। কম্যুনিস্টদের সাংগঠনিক কলা - কৌশলের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা অনুমান করতে পারবেন যে, পরিচয়ের বৈঠকে আসার আগেই ঠিক হত বৈঠকে কার কী ভূমিকা হবে।

পত্রিকার পুরোনো কপিগুলি নাড়াচাড়া করলেই জানা যাবে যে, রাজনৈতিক প্রবন্ধ বলতে একমাত্র মার্কসবাদের লেনিন - স্থালিনীয় ব্যাখ্যা এবং অন্ধভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার নীতিই পরিচয় - পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় প্রচারিত হয়েছে। কারা - বন্দীদের এই পত্রিকা মারফৎ কম্যুনিস্ট চিন্তা - ভাবনায় দীক্ষিত করা হত বলেই পত্রিকার রাজনৈতিক প্রবন্ধের লেখকদের এবং রাজনৈতিক বইয়ের সমালোচকদের সুকৌশলে নির্বাচন করা হত। সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ থাকলেও একনায়কত্বে বিশ্বাসী রাজনৈতিক গোষ্ঠী পত্রিকার নীতি নিয়ন্ত্রণ করার নানাভাবে নিজেদের লেখা দিয়ে পত্রিকার পাতা ভরানোর ব্যবস্থা হত। সুশোভন সরকার বিজন রায় ও অমিত সেন নামে এবং ধূর্জটিপ্রসাদ যুধিষ্ঠির দাস নামেও লিখতেন। এই গোষ্ঠী - রাজনীতির জন্য সমকালীন অনেক কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিকদের পরিচয় পত্রিকায় স্থান হয়নি — সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কোনো প্রবন্ধ, ছোটগল্প বা উপন্যাস ছাপা হয়নি। কারণ তিনি ছিলেন ট্রটস্কিপন্থী। সুবোধ ঘোষের দুটি বই সমালোচিত হলেও, গান্ধীবাদী বলে তিনি কখনও লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ পাননি। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, পরশুরাম, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক বিনয় সরকার, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক বিনয় সরকার, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষ ঘোষ প্রভৃতির জন্য পরিচয় পত্রিকার দরজা কখনও খোলা ছিল না।

তিরিশ দশকে ভারতীয় রাজনীতিতে কত ঘটনা ঘটেছে। সফল লবণ, আইন অমান্য, অসহযোগ আন্দোলন, গান্ধী-আরউইন চুক্তি, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, গান্ধীর অনশন ও পুনা চুক্তি এবং বাঙালি বর্ণহিন্দুদের আপত্তিতে অখণ্ডবঙ্গে পুনা চুক্তির প্রয়োগ স্থগিতের চেষ্টা, ১৯৩৭ সালের নির্বাচন, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সরকার গঠন, অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন, আন্দামানে আটক রাজবন্দীদের মুক্তির আন্দোলন এবং রবীন্দ্রনাথের সেই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, শিক্ষার ক্ষেত্রে নই তালিম, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ প্রভৃতি কোনো ব্যাপারেই পরিচয় পত্রিকায় কোনো লেখা ছাপা হয়নি। দেশ সম্পর্কে এই গোষ্ঠী একেবারে উদাসীন ছিল, দেশবাসীর প্রতি তাদের কোনো ভালবাসাও ছিল না।

সম্পাদক কেন 'পরিচয়' সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হলেন, এবং শেষ পর্যন্ত পত্রিকাটি বিক্রি করে দিলেন, তার ব্যাখ্যা এই নয় যে, তিনি অন্য কাজে বেশী ব্যস্ত থাকতেন। পরের দিককার পত্রিকার সূচীপত্র দেখলেই এই অনুমান প্রমাণিত হবে যে, যে-উদ্দেশ্যে সুধীন্দ্রনাথ 'পরিচয়' পত্রিকা বের করেছিলেন, পরিচয় সেই উদ্দেশ্য পূরণ করছে না। প্রথম বছরের সঙ্গে ৮ম বর্ষের পুস্তক - পরিচয়ের সূচীপত্র তুলনা করলেই তা প্রতীয়মান হবে। ৮ম বর্ষে সুশোভন সরকার সমালোচনা করেছেন কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল বইটির, অমিয় গঙ্গোপাধ্যায় সমালোচনা করেছেন রেবতী বর্মণের হেগেল ও মার্কস সাম্রাজ্যবাদের সংকট, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ীর মার্কসের অর্থনীতি, সুকুমার মিত্রের রাশিয়ার রুপান্তর এবং রেজাউল করিমের জাগৃহি। নবম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সুশোভন সরকার সমালোচনা করেছেন রেবতী বর্মণের মার্কস প্রবেশিকা, রবি রায়ের মার্কসীয় দর্শন, সুধাংশু দাশগুপ্তের বিপ্লবী চীন।

সম্পাদকের অবস্থা হয়েছিল সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর মতো। প্রেসে লেখা পাঠানোর আগে তা সম্পাদককে দেখানোর ব্যবস্থা উঠেই গিয়েছিল। ১৯৪১ সালের ১ নভেম্বর ধূর্জটিপ্রসাদকে লেখা সুধীন্দ্রনাথের চিঠিটি স্মরণীয় : ''আমার মতো অন্নদাশঙ্করের চুটকি লেখাটার বিষেয়ে তোমরা সকলেই অবিচার করেছ। ওটা হালকা বলেই লেখা। তবু ওর মোদ্দা কথা আমার বিচারে সত্য, অন্ততপক্ষে তার জবাবে লেখককে ব্যক্তিগত গালাগালি করলে হাবুল কুরুচির পরিচয় দিয়েছে। আমি আনা করেছিলেন, তাতে সে বলেছিল গালিগালাজ বাঁচিয়ে চলবে। কিন্তু লিখতে গিয়ে শাস্ত রসিকতার লোভ সামলাতে পারল না।''

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, শাহেদ সুরহবর্দী এবং সুধীন্দ্রনাথ তীব্র ফ্যাসিবিরোধী কেন। ১৯৩৯ সালে রাশিয়া ১০ বছরের জন্য রুশ - জার্মানি অনাক্রমণ চুক্তি করে। চুক্তির গোপন শর্ত পড়ে সুধীন্দ্রনাথ অত্যন্ত মর্মাহত হন। ঐ বছরের ১ সেপ্টেম্বর জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করে এবং ১৭ সেপ্টেম্বর রাশিয়া ও জার্মানি পোল্যান্ড দেশটি ভাগ করে নেয়। নভেম্বর মাসে রাশিয়া ফিনল্যান্ড আক্রমণ করে এবং জার্মানি পরের বছর মার্চ মাসে নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যান্ড, বেলজিয়াম,

লুক্সেমবুর্গ এবং ফ্র্যান্স আক্রমন করে। কিন্তু এসবের বিরুদ্ধে পরিচয় - এ কোনো লেখা ছাপা হয় না। রাশিয়ার প্রতি মানসিক দাসত্বের জন্য ভারতের ও পরিচয়ের কম্যুনিস্ট বন্ধুরা জার্মানিকে নিন্দা করতে অস্বীকার করে! পরিচয়ের সাপ্তাহিক বৈঠকে হীরেন মুখার্জি সদলবলে সুধীন্দ্রনাথের মতের বিরোধিতা করেন। ইতিমধ্যে এম. এন. রায়ের সঙ্গে সুধীন দত্ত পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। তিনি কম্যুনিস্ট বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর পত্রিকাটি কম্যুনিস্ট পার্টির একটি শাখা সংগঠনের নিকট বিক্রি করেন। যাঁরা তাঁর সঙ্গে প্রথম থেকে পরিচয় পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল, সেই কম্যুনিস্ট বন্ধুদের হাতে পত্রিকাটি তুলে দেন। সুধীন্দ্রনাথের বন্ধুপ্রীতি ও পরমসহিষ্ণুতার জন্য কম্যুনিস্টদের যে পরিচয় পত্রিকার মাধ্যমে বাঙালীদের মধ্যে সংগঠিত হতে পেরেছিল, একমাত্র ড. অশোক মিত্র (প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পঃ বঃ সরকার) তা স্বীকার করেছেন।

মার্কসিয়ান ওয়ে

পরিচয়-সম্পাদক থাকার সময়েই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এ - আর পি'তে চাকরি নেন। পরিচয় পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পরে মে. এন. রায় একটি নতুন ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার জন্য সুধীন দত্তকে অনুরোধ করেন। ১৯৪৪ সালের ১ জুন সুধীন্দ্রনাথ এম. এন. রায়কে লেখেন, সরকারী কর্মী হওয়ায় তাঁর পক্ষে ঐ পত্রিকার সম্পাদক হওয়া সম্ভব নয়। এম. এন. রায় পত্রিকার সম্পাদক হলেন তিনি সম্পাদকের কাজ করে দেবেন, তিনি হবেন প্রাইভেট এডিটর। পত্রিকার নাম 'মার্কসিয়ান ওয়ে' রাখার প্রস্তাব তিনিই করেন, এবং পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি ঘোষণা - পত্র প্রচারের জন্য একটি খসড়া এম. এন. রায়কে পাঠান। ঘোষণা - পত্রে সুধীন্দ্রনাথ লেখেন, ''ত্রৈমাসিকটি হবে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী বক্তব্য প্রকাশের অনিয়ন্ত্রিত মাধ্যম। ঝগড়া বা নিন্দার কোনো স্থান থাকবে না। আমরা এখন এক দুঃসময়ে বেঁচে আছি, যখন সমাজে মানুষ বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বাস করছে, সৎচিন্তার মানুষ নিঃশব্দে নিজস্ব চিন্তার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে, তাদের ব্যক্তিগত মতামতকে প্রকাশ্যে আলোচনার সযোগ দেওয়া দরকার। সম্পাদক তাঁর আদর্শগত সংগ্রামকে অবদমিত রেখে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চাকে বেশী গুরুত্ব দেবেন। বিভিন্ন ধরণের চিন্তা ও মতাদর্শ এই পত্রিকায় সাদরে গৃহীত হবে। ইতিহাস ও দর্শন, সমাজ - বিজ্ঞান, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রভৃতি তাত্ত্বিক চিন্তা এই মুহূর্তে বেশী প্রয়োজন। এই অসুখী দেশ যদি কখনও বিশ্বের সাংস্কৃতি জগতে আসন পেতে চায়, আমাদের অতীত ইতিহাসকে নতুনভাবে মূল্যায়ন এবং বর্তমান নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে পুনর্গঠন করতে হবে।" তিনি পূর্বোক্ত চিঠিতে মানবেন্দ্রনাথ রায়কে লেখেন, 'পত্রিকার উঁচুমান রাখতে হলে সম্পাদককে লেখা বাছাই করার জন্য তৈরি থাকতে হবে।" এবং তাতে আপনার শত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। উঁচমানের লেখা পাওয়া কঠিন হবে।' সুধীন্দ্রনাথ পরিচয় - এর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চান। সম্পাদক এম. এন. রায় থাকতেন দেরাদুনে, পত্রিকার লেখা দেখতেন সুধীন্দ্রনাথ কলকাতায় এবং ছাপা হত কলকাতায়। দুজনের পত্র - বিনিময় দেখে জানা যায়, এম. এন. রায় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মরিস গয়ার, হিন্দী লেখক ও এম. এন. রায়ের সহকর্মী বাৎসায়নের ও মহারাষ্ট্রীয় সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী জোশীর লেখা সুধীন্দ্রনাথের নিকট পাঠিয়েছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ প্রথম দুটি লেখা বাতিল করেন এবং তৃতীয় লেখার প্রথম আটপৃষ্ঠা ছাঁটাই করেন। প্রতিটি লেখার উপর সম্পাদকের মন্তব্য। থাকত এবং প্রেসে পাঠাবার আগে সুধীন্দ্রনাথ ঐ সম্পাদকীয় সম্পর্কে মন্তব্য করতেন। ইতিমধ্যে সুধীন্দ্রনাথ স্টেটসম্যান পত্রিকায় সহ - সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন এবং দু বছর পরে 'মার্কসিয়ান ওয়ে'র জন্য আর সময় দিতে পারেন না। প্রথম বর্ষের সূচীপত্র দেখলে পত্রিকার চরিত্র বোঝা যাবে। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় ছিল সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'দি লিবারেল রিস্ট্রোসপেক্ট', ফিলিপ স্প্রাটের 'মার্কইজম অ্যান্ড এথিকস'', সিকান্দার চৌধুরীর 'দি ইকনমিক প্রিরিকিউজিটস অব ডেমোক্রাসি' এম. এন. রায়ের 'চাইনিস পাজলস' প্রবন্ধ এবং প্রতিটি লেখার উপর সম্পাদকের মন্তব্য। পুস্তক সমালোচনা বিভাগে ফুলচাঁদ অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কির একটি বই এবং এম. এন. রায় 'সোসিওলজি অব রেনেসাঁস' বইটির সমালোচনা করেন। দ্বিতীয় সংখ্যায় ছিলেন লক্ষ্মণ শাস্ত্রী জোশীর 'ফিলজফি অব লাইফ অ্যান্ড আর্ট', ড. পিল্লাইয়ের 'সোশাল সিকিউরিটি ইন পোস্টওয়ার ওয়াল্ড', ড. বুলচাঁদের 'জৈনিজম ইন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি', এম. এন. রায়ের সমালোচনা করেন 'হিস্ট্রি অ্যান্ড হিস্ট্রি' বই তিনটির। তৃতীয় সংখ্যায় ছিল অধ্যাপক পাঠকের 'র‍্যাশানালিস্টস্ অব্ মহারাষ্ট্র', ফিলিপ স্প্রাটের 'অ্যান এলিয়েনিস্ট অন হিন্দুইজম', ড. বি. এন. গাঙ্গুলির 'ডায়ালেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজম', এম. এন. রায়ের 'দি রিয়ালিটি অব ম্যাটর' এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশান' এবং সম্পাদকের মন্তব্য। তিনটি বইয়ের সমালোচক এম. এন. রায়। বই তিনটির নাম রেইনহোল্ড নেবুহর - এর 'দি চিলড্রেন অব লাইট অ্যান্ড দি চিলড্রেন অব ডার্কনেস', সিডনী হুকের 'দি হিরো ইন হিস্ট্রি' এবং বি. এন. দাশগুপ্তের 'মেটিরিয়ালিজম, মার্কসইজম, ডিটারমিনিজম অ্যান্ড ডায়ালেকটিকস'। চতুর্থ সংখ্যায় ছিল কে. এম. পানিক্করের 'কাস্ট সিস্টেম অ্যান্ড ইন্ডিয়া'জ ফিউচার', সিকান্দার চৌধুরীর 'ফুল এমপ্লয়মেন্ট ইন ফ্রি ইন্ডয়া', আর. এল. ফুট্রিতের 'দি ডাউটার অ্যান্ড দি ডাউট', বি.এন দাশগুপ্তের 'দি ডায়ালেকটিকস অব হিন্দু থট', এম. এন. রায়ের 'ফ্যাটালিজম অব ফিজিসিস্টস্' প্রবন্ধ এবং এম. এন. রায়ের সম্পাদকীয় মন্তব্য। পুস্তক সমালোচনা বিভাগে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সমালোচনা করেন আর্থার কোয়েশলারের 'যোগী অ্যান্ড দি কমিশার', ফিলিপ স্প্যাট ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি: এ স্টাডি ইন মেথড', জি.ডি পারিক্ষ হায়কের দি রোড টু সার্ফডম', সিকান্দার চৌধুরী জন ডিউইয়ের 'ফ্রিডম অ্যান্ড কালচার' এবং

নামহীন সমালোচক (নিশ্চয়ই সম্পাদক) 'রোমান্টিসিজম অ্যান্ড মডার্ন ইগো' বইটির। ডিউই -রে বক্তব্যের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ একমত বলে তিনি ঐ বইটির সমালোচনা করেননি, সুশীল দে (সিকান্দার চৌধুরী) মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বইটির সমালোচনা করেন। সূচীপত্র উল্লেখ করা হল পরিচয় - সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'মার্কসিয়ান ওয়ে'র 'প্রাইভেট এডিটর' সুধীন্দ্রনাথের পার্থক্য দেখানোর জন্য। 'দি লিবারেল রিট্রোসপেকটিভ' প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ পরিচয়ের কম্যুনিস্ট বন্ধুদের মানসিক দাসত্বের সমালোচনা করেছেন।

স্টেটসম্যানের সহ - সম্পাদক

যুদ্ধের অবসানে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্টেটসম্যান পত্রিকায় সহ - সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন। তার আগে থাকতেই তিনি স্টেটসম্যানে পুস্তক - সমালোচনা করতেন। ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৪৮ সালের ২২ আগস্ট পর্যন্ত ঐ পত্রিকায় চাকরি করলেও অল্পদিনের মধ্যে সম্পাদকের সঙ্গে মতবিরোধ হয়। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতে না দিয়ে সুধীন্দ্রনাথকে চিঠিপত্র বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই কাজের জন্য সময় ব্যয়কে সুধীন্দ্রনাথ পশুশ্রম মনে করতেন এবং পত্রিকার চাকরি ছাড়ার চেষ্টা করতে থাকেন। দিল্লির ইংরেজি সাপ্তাহিক 'থট' পত্রিকায় সাহিত্য - সম্পাদক হিসাবে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু লেখার ব্যাপারে সাহিত্য - সম্পাদককে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিতে অস্বীকার করায় তিনি স্টেটস্ম্যান পত্রিকাতেই থেকে যান। স্টেটম্যান পত্রিকায় তাঁর অসহনীয় পরিবেশেক কথা জানা যায় একমাত্র দত্ত এবং রায় পরিবারের মধ্যে বিনিময় হওয়া চিঠিপত্রের মাধ্যমে। ম্যালকম মাগারিজের সঙ্গে তৎকালীন স্টেটসম্যান - সম্পাদকের বিরোধের কারণ জানলে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তাঁর সম্পাদকের বিরোধ সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করতে পারি। ম্যালকম ম্যাগারিজ কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর সময় মাঝে মাঝে ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান -এ লিখতেন। ইংলন্ডে ফিরে তিনি গার্ডিয়নের মস্কো - প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করার সুযোগ পান। সিডনী ও বিয়াট্রিস ওয়েবর মতো রাশিয়াকে তিনি নতুন সভ্যতার পীঠস্থান বলে মনে করতেন। ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে রাশিয়ার দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে তাঁর একটি লেখা ছাপা হয়। ঐ লেখার জন্য তিনি গার্ডিয়ানের চাকরিটা খোয়ান। মাগারিজ ১৯৩৪ সালের ৩ অক্টোবর কলকাতায় স্টেটসম্যানের সহ - সমাদক হিসাবে যোগ দেন। তিনি কলকাতা এসে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের খুঁজতে গিয়ে শাহেদ সুরহবর্দীর মাধ্যমে সুধীন দত্তের সঙ্গে পরিচয় হন। অলপিদিনের মধ্যেই স্টেটসম্যানে তার লেখা সম্পাদকীয় ছাপানো বন্ধ হয়। ১৯৩৪ সালের ১৭ নভেম্বর তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন ''এই মনোভাবে থেকে আমি অস্বস্তি বোধ করছি যে, আমি ভুল দিকে আছি। এটা খুবই বাজে ব্যাপার। ঘটনাটি হচ্ছে আমি কোনো দিকে নই। শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব এবং ব্রিটিশরা — আমার কাছে দুটোই এক। এটা অবিশ্বাস্য যে একজনকে ঘৃণা করলে তোমাকে অন্যকে জড়িয়ে ধরতে হবে।'' তার পরের দিন লিখছেন, ''আমি মস্কোতে যে জন্য লালঝাণ্ডাকে ঘৃণা করতাম এখানে সেই একই কারণে ইউনিয়ন জ্যাককে ঘৃণা করি। কারণ দুটো পতাকাই প্রতিষ্ঠিত শাসকের পতাকা।'' তিনি অন্যত্র লিখেছেন, ''আমি কম্যুনিস্ট বিরোধী, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমি ধনতান্ত্রিকদের কোলে ঢলে পড়ব।'' (Like It Was) সুধীন্দ্রনাথের চিন্তা - ভাবনা মাগারিজের অনুরূপ ছিল। স্বভাবতই সাম্রাজ্য রক্ষার ব্রতে স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয় নীতির সঙ্গে তাঁর মিল হওয়ার কথা নয়। ১৯৪৮ সালের ২২ আগস্ট স্টেটসম্যান অফিস থেকে এম. এন. রাখকে লিখছেন :

প্রিয় রায়,

আমি জানি না, আগামীকাল আমি স্টেটসম্যান ছেড়ে যাচ্ছি এ খবরে আপনার মনে কী প্রতিক্রিয়া হবে। এই অফিসের পরিবেশ ক্রমেই আমার নিকট অসহনীয় মনে হচ্ছে এবং সম্প্রতি স্টিফেনসের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই খারাপ। এজন্য আমি এই পত্রিকা থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিই এবং সঙ্গে সঙ্গেই দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশানের মুখ্য তথ্য অফিসের প্রস্তাব পাই।

সুশীল আমাকে এই নতুন চাকরি সম্পর্কে নিরুৎসাহ করেছে এবং মনে হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকল্পগুলি দামোদর ভ্যালী প্রকল্পকে নষ্ট করার চেষ্টা করতে পারে। সুতরাং আমার কাজ খুব সহজ বা আরামদায়ক না হতেও পারে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, একাজ স্টেটসম্যানের চেয়ে আরও খারাপ হবে কেন?

আপনার অন্যান্য খবর কী। 'রাশিয়ান রেভুলেশান' বইটি কি এখনও বের হয়নি? আমি অন্তত কোনো কপি দেখিনি।

আপনাদের দু'জনকে আমার ভালবাসা

ইতি

সুধীন

পরবর্তীকালে আবু সয়ীদ আইয়ুব ও অম্লান দত্ত সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'কোয়েস্ট' পত্রিকার পরামর্শদাতা - সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু ভিতরকার য়ুগো এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দুটি লেখা দেওয়া ছাড়া (দুটিই তাঁর মৃত্যুর পরে ছাপা হয়েছিল) সম্পাদনার ব্যাপারে কোনো পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না